দৈনিক সংবাদ

129

তারিখ ... 15 JUL 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

ডিগ্রি পরীক্ষার ফল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৭ সালের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার শতকরা ৩৪ দশমিক ৬৫ ভাগ। ১৯৯৭ সালের অক্টোবর হতে চলতি ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিএ, বিএসএস, বিকম (পাস) পরীক্ষায় সারাদেশে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১৬ হাজার ৯শ' ৪৩ জন। পরীক্ষার্থীরা দেশের প্রায় ৯শ' কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। এবারের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায়, পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে এক-তৃতীয়াংশ। অবশ্য বিগত কয়েক বছর বলা যায় ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অবস্থান প্রায় এ রকমই থাকছে। অর্থাৎ পাসের হার কখনই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আসছে না। এবারের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণদের হারও হ্রাস পেয়েছে।

অনুত্তীর্ণদের বিরাট সংখ্যা আগামী ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় যোগ হবে। এইভাবে স্ফীত হবে ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা। একদিকে পাসের হার অস্বাভাবিক কম এবং অন্যদিকে পরীক্ষার্থীদের ক্রমাগত স্ফীত সংখ্যা ডিগ্রি (পাস) পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই স্তরের শিক্ষা আমাদের শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য পূরণে কি ধরনের অবদান রাখছে বা অবদান রাখতে পারবে তাও ভেবে দেখার বিষয় বলে আমরা মনে করি। প্রশ্ন উঠেছে ডিগ্রি (পাস) পর্যায়ের শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে। পাসের হারের দিকে তাকালেই এই স্তরের শিক্ষার গুণগত মান যে ক্রমাগত নিম্নাভিমুখী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনিতেই দু'বছর মেয়াদি আমাদের ডিগ্রি বহির্বিশ্বে গ্রহণযোগ্য নয়। তার উপরে এই পর্যায়ে ডিগ্রি পাস করে এবং যারা পরবর্তীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করে, দক্ষতার মাপকাঠিতে জনসম্পদ তৈরির ভূমিকায় তারা কি অবদান রাখছে সেটা এখন একটি প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে। আমরা গোটা বিষয়টিকেই ভেবে দেখার জন্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন রাখছি। অর্থাৎ দু'বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্সের আর্থ-সামাজিক উপযোগিতা কতখানি তার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন হওয়া দরকার। শুধু সার্টিফিকেট সর্বস্ব গ্রাজুয়েশন সামাজিকভাবে কাম্য হতে পারে না এখন।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা সংস্কারের কথাটি চলে আসছে। শিক্ষা সংস্কারের যে সমস্ত কথাবার্তা আগে শোনা যাচ্ছিল এখন আর এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদদের কোন উচ্চাবাচ্য শোনা যাচ্ছে না। আমরা শুনেছিলাম অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাস্তর রেখে নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর চালু হবে। স্কুলগুলোতেই দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চলবে। ডিগ্রি কোর্স হবে তিন বছর মেয়াদি। ডিগ্রি কলেজের সংখ্যাও কমিয়ে আনা হবে। প্রতিটি জেলা সদরের ডিগ্রি কলেজগুলোতে তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি (পাস ও সম্মান) কোর্স চালু হবে। প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে নবম ও দশম শ্রেণী চালু হবে।

আমরা বলতে চাই, শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্য অবশ্যই হতে হবে আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা। সেই মানদণ্ডে দু'বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্স কতখানি সফল বা কার্যকর তা বিচারের দাবি রাখছে।